গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

(অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন)

২০১৪-১৫

		সূচিপত্র	
ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
		এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৩
১.০		**ভূমিকা**	০৫
	১.১	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	০৫
	১.২	প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো	০৬
	১.৩	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**	**০৭**
	১.৪	বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী	**০৭**
	১.৫	**প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা**	**০৮**
	১.৬	২০১৪ সালের শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির তথ্য	**০৮**
	১.৭	গ্রস ও নীট ভর্তির হার	**০৮**
	১.৮	**ঝরে পড়ার ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার**	**০৮**
২.০		বিশেষ অর্জন	**০৯**
৩.০		**প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি**	**১০**
	৩.১	**তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩)**	**১২**
	৩.২	**প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)**	**২১**
	৩.৩	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)	**২১**
	৩.৪	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	**২৩**
	৩.৫	ইসি সহায়তাপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	**২৩**
	৩.৬	দারিদ্রপীড়ত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	**২৪**
	৩.৭	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	**২৫**
	৩.৮	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআিাই)-বিহন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন	**২৬**
	৩.৯	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিবি)	**২৭**
	৩.১০	ইংলিশ ইন একশন	**২৭**
	৩.১১	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	**২৮**
৪.০		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	**২৯**
৫.০		বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	**৪২**
৬.০		জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)	**৪২**

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
	বিদ্যালয়			
১.	**সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়**			**৩৮,০৩৩**
২.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়			**২৫,০০৮**
৩.	**রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়**			**১৯৩**
৪.	**নন-রেজি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়**			**১,৭৪৪**
৫.	**পরীক্ষণ বিদ্যালয়**			৫৫
৬.	**এবতেদায়ী মাদ্রাসা**			২৬৭৩
৭.	**কিন্ডার গার্টেন**			১৬,১৭০
৮.	**এনজিও স্কুল**			২,৫১২
৯.	**কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়**			১২০
১০.	**উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়**			৫,৫২৬
১১.	**উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়**			১,৫১১
১২.	**ব্রাক স্কুল**			৭,৭৭৯
১৩.	**রস্ক স্কুল**			৩,৮১৮
১৪.	**শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়**			১৩৩
১৫.	**অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়**			৩,২৬২
১৬.	**মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা**			**১,০৮,৫৩৭**
	শিক্ষক	**পুরুষ**	**মহিলা**	**মোট**
১৭.	**সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক**	**৭৮,২১৮**	**১,৪৪,৪৩৪**	**২,২২,৬৫২**
১৮.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	**৪৯,০৬৪**	**৪৭,৩৯৬**	**৯৬,৪৬০**
১৯.	অন্যান্য শিক্ষক	**৮৪,৪৯৭**	**৭৯,২৭৫**	**১,৬৩,৭৭২**
২০.	**মোট শিক্ষক**	**২,০৩,৭৭৯**	**২,৭৯,১০৫**	**৪,৮২,৮৮৪**
২১.	**শিক্ষার্থী**	**বালক**	**বালিকা**	**মোট**
২২.	**সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের** শিক্ষার্থী	৪৯,৩৬,১০৭	৫২,৫২,০২২	১০,১৮৮,১২৯
২৩.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	২২,০৫,৫৪৬	২২,৭৮,২৩৯	৪৪,৮৩,৭৮৫
২৪.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	২৪,৯৭,৪৪২	১৯,৮৩,৬২৩	৪৪,৮১,০৬৫
২৫.	**মোট শিক্ষার্থী**	**৯৬,৩৯,০৯৫**	**৯৯,১৩,৮৮৪**	**১৯৫,৫২,৯৭৯**
২৬.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৫,৮১,৬০৫	১৫,০৬,৮৫৫	৩০,৮৮,৪৬০
২৭.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			৮৪,৭১০
২৮.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা			১,৮০,৩৯,৬৬১
২৯.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা			১,৭৬,২২,২৯৩
৩০.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভুত শিশুর সংখ্যা			৪,১৭,৩৬৮
৩১.	গ্রস ভর্তির হার			১০৮.৪%
৩২.	নীট ভর্তির হার			৯৭.৭%
৩৩.	ঝরে পড়ার হার			২০.৯%
৩৪.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার			৭৯.১%
৩৫.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			২৬,৮৩,৭৮১

	(২০১৪)	
৩৬.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার (২০১৪)	৯৭.৯৩%
৩৭.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৪)	২,৬৬,০০০
৩৮.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার (২০১৪)	৯৫.৯৮%
৩৯.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ (২০১৪-১৫)	৪৩৩৩.২৮ কোটি টাকা
৪০.	বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার	৯৬.৬০%
৪১.	জাতীয় অগ্রগতির হার	৯১.০০%

*** জুন ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫,৮০৭টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে।**

<u>এক নজরে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি:</u>

- প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ (পিইডিপি-৩) : ২৮২টি
- শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ : ৫২৭৯টি
- নলকূপ স্থাপন : ৮৯১৯টি
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য ওয়াশব্লক নির্মাণ : ৬৭৩১টি
- বড় ধরণের মেরামত : ৭৩টি
- বিদ্যালয় রুটিন মেরামত : ১৫০০০টি
- প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ (জিপিএস) : ১৬০টি
- বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন : ২৩৫টি
- পিটিআই নির্মাণ : ২টি
- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম : ৭৭.১১ লক্ষ শিক্ষার্থী
- দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম : ৩১.২৪ লক্ষ শিক্ষার্থী
- স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন () : ৪৭২৪৭টি বিদ্যালয়
- শিক্ষকদের সি-ইন-এড এবং ডিপ-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান : ৭৩৪৮ জন শিক্ষক
- সহকারী শিক্ষক নিয়োগ : ৬৯৩৩ জন
- প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণ : ১৭৫টি বিদ্যালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

জাতীয় উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। বিশেষত, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার ভিত্তি। স্বাধীনতা লাভের পর প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামুলক করার বিধান রাখা হয়। সেই বাধ্যবাধকতায় জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সময়েই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে পূর্ণাংগ মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় National Plan of Action (NPA) প্রণয়ন করেছে। NPA অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণার্থে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অতি সম্প্রতি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) গ্রহণ করা হয়েছে, যার ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে শিক্ষার অবস্থান ৪র্থ। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মান সম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, যাতে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা যায়। এ ছাড়াও বিদ্যালয় সমনোপযোগি সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-যা মূলত, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষর করে তোলার দায়িত্ব পালন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। এ ছাড়াও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

রুপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা

অভিলক্ষ (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্পসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

১.১ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ''রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন''। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২৭ নং আইন) প্রণয়ন করে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

(১) মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।
(২) কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।
(৩) শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
(৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
(৫) শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
(৬) শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমবন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
(৮) প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
(৯) শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।
(১০) সবধরণের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.২ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

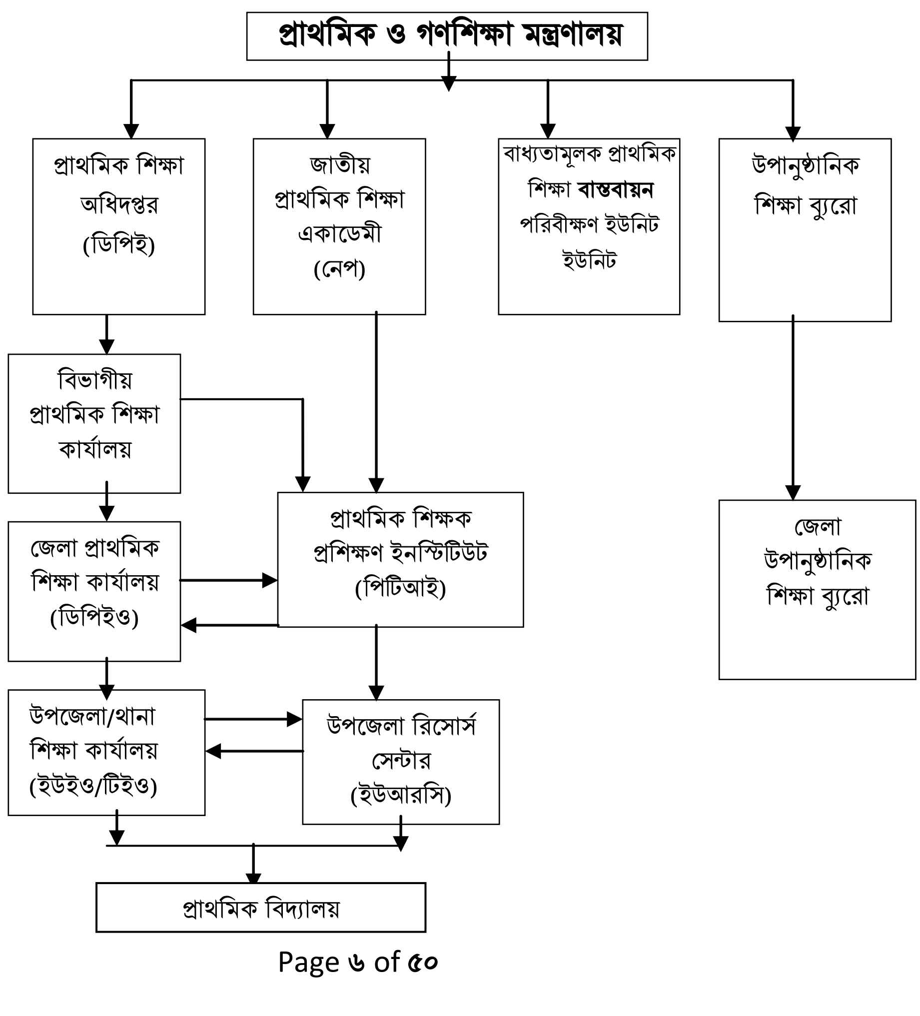

১.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুয়ায়ী বিদ্যালয় ও সমন্বয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে মোট ৪টি অধিশাখা, ২টি পরিকল্পনা অধিশাখা, ১০টি শাখা, ৪টি পরিকল্পনা শাখা এবং ১টি কম্পিউটার সেল রয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব ও দুইজন যুগ্মসচিবের পদ রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় ও সমন্বয় অনুবিভাগের, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) প্রশাসন অনুবিভাগ এবং যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) উন্নয়ন অনুবিভাগের দায়িত্বে থাকেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১০৮ জন।

১.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীঃ

বিদ্যালয়ের ক্যাটাগরি	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা				শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা			
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্রীর হার	শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট	শিক্ষিকার হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮,০৩৩	৪৯,৩৬,১০৭	৫২,৫২,০২২	১,০১,৮৮,১২৯	৫১.৬%	৭৮,২১৮	১,৪৪,৪৩৪	২,২২,৬৫২	৬৪.৯%
নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫,০০৮	২২,০৫,৫৪৬	২২,৭৮,২৩৯	৪৪,৮৩,৭৮৫	৫০.৮%	৪৯,০৬৪	৪৭,৩৯৬	৯৬,৪৬০	৪৯.১%
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৩	১৮,৬৭১	১৯,৬১১	৩৮,২৮২	৫১.২%	৩০৭	৪৬৪	৭৭১	৬০.২%
নন-রেজি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৭৪৪	১,২৯,১৫৬	১,২৭,১১২	২৫,৬২,২৬৮	৪৯.৬%	১,৯৩৩	৪,৭১৬	৬,৬৪৯	৭০.৯%
পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৫	৫,৪০২	৫,২৫০	১০,৬৫২	৪৯.৩%	৩৬	২৪৬	২৮২	৮৯.২%
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২,৬৭৩	১,৯০,৯৩৬	১,৮১,৩৪১	৩,৭২,২৭৭	৪৮.৭%	৯,৩৭৩	২,৩০০	১১,৬৭৩	১৯.৭%
কিন্ডার গার্টেন	১৬,১৭০	১০,৭৪,৩৪৯	৯,১৪,০১৬	১৯,৮৮,৩৬৫	৪৬.০%	৩৮,৯৮৬	৫৪,৮১৩	৯৩,৭৯৯	৫৮.৪%
এনজিও স্কুল	২,৫১২	১,০২,২৭২	১,০৭,৮৯৮	২,১০,১৭০	৫১.৩%	১,৬৯০	৩,৭৬৪	৫,৪৫৪	৬৯.০%
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৮,০৬৮	৮,৬৭৯	১৬,৭৪৭	৫১.৮%	৮৩	৩২২	৪০৫	৭৯.৫%
উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫,৫২৬	৪,৪৩,৭০৬	৪,২৭,৩৪১	৮,৭১,০৪৭	৪৯.১%	১৬,৯৫২	২,৮১২	১৯,৭৬৪	১৪.২%
উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫১১	২,৭৭,০৯২	২,৯৫,৬৫৯	৫,৭২,৭৫১	৫১.৬%	৩,৮৫১	৪,৪৫০	৮,৩০১	৫৩.৬%
ব্র্যাক স্কুল	৭,৭৭৯	১,৩৮,৫৬৫	১,৮৫,৮৭৩	৩,২৪,৪৩৮	৫৭.৩%	৫২১	৭,২৭৭	৭,৭৯৮	৯৩.৩%
রস্ক স্কুল	৩,৮১৮	৫৩,১৩৩	৫৩,৭৫১	১,০৬,৮৮৪	৫০.৩%	৭২৪	২,৮৬৭	৩,৫৯১	৭৯.৮%
শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৩	৭,৩৮১	৮,২৮৪	১৫,৬৬৫	৫২.৯%	১৩৩	২৭৭	৪১০	৬৭.৬%
অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩,২৬২	৪৮,৭১১	৪৮,৮০৮	৯৭,৫১৯	৫০.০%	১,৯০৮	২,৯৬৭	৪,৮৭৫	৬০.৯%
মোট	১,০৮,৫৩৭	৯৬,৩৯,০৯৫	৯৯,১৩,৮৮৪	১,৯৫,৫২,৯৭৯	৫০.৭%	২,০৩,৭৭৯	২,৭৯,১০৫	৪,৮২,৮৮৪	৫৭.৮%

তথ্য সুত্রঃ বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৪

১.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যাঃ

শিক্ষার্থী	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতজন শিশু স্কুলে যায় না, তার সংখ্যা	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতজন শিশু স্কুলে যায় না, তার শতকরা হার
বালক	৯২,১২,২৯১	৮৯,০৩,২৩২	৩,০৯,০৫৯	৩.৩৫%
বালিকা	৮৮,২৭,৩৭০	৮৭,১৯,০৬১	১,০৮,৩০৯	১.২৩%
মোট	**১,৮০,৩৯,৬৬১**	*** ১,৭৬,২২,২৯৩**	**৪,১৭,৩৬৮**	**২.৩১%**

তথ্য সুত্রঃ বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৪ *** নীট ভর্তি কেবল ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য**

১.৬ ২০১৪ সালের শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির তথ্যঃ

ক্যাটাগরি	প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট
বালক	১৫,৮১,৬০৫	২১,১৭,৫৮৪	২০,২৬,৯৭৫	২০,২০,৫৬৮	২০,০৭,৯৮৮	১৪,৬৫,৯৮০	৯৬,৩৯,০৯৫
বালিকা	১৫,০৬,৮৫৫	২০,৫২,৭১৫	২০,১৬,৫৫৬	২০,৩৪,৪৯৫	২১,০০,৯৬৮	১৭,৮,৯৫০	৯৯,১৩,৮৮৪
মোট	**৩০,৮৮,৪৬০**	**৪১,৭০,২৯৯**	**৪০,৪৩,৫৩১**	**৪০,৫৫,২৬৩**	**৪১,০৮,৯৫৬**	**৩১,৭৪,৯৩০**	**১,৯৫,৫২,৯৭৯**

* ২০১৫ সালে সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৩১,৫২,০০০ শিশু ভর্তি হয়েছে।

১.৭ গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০১৪)

বছর	গ্রস (Gross) (%)			নীট (Net) (%)		
	বালক	**বালিকা**	**মোট**	**বালক**	**বালিকা**	**মোট**
২০০৯	১০০.১	১০৭.১	১০৩.৫	৮৯.১	৯৯.১	৯৩.৯
২০১০	১০৩.২	১১২.৪	১০৭.৭	৯২.২	৯৭.৬	৯৪.৮
২০১১	৯৭.৫	১০৫.৬	১০১.৫	৯২.৭	৯৭.৩	৯৪.৯
২০১২	১০১.৩	১০৭.৬	১০৪.৪	৯৫.৪	৯৮.১	৯৬.৭
২০১৩	১০৬.৮	১১০.৫	১০৮.৬	৯৬.২	৯৮.৪	৯৭.৩
২০১৪	১০৪.৬	১১২.৩	১০৮.৪	৯৬.৮	৯৮.৮	৯৭.৭

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশপাশি ঝরেপড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নতমানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ঝরেপড়ার হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা-চক্র সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিমণরূপঃ

১.৮ ঝরে পড়ার ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার

বছর	**২০০৫**	**২০০৬**	**২০০৭**	**২০০৮**	**২০০৯**	**২০১০**	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	**২০১৪**
ঝরে পড়ার শতকরা হার	৪৭.২	৫০.৫	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯
প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার	**৫২.৮**	**৪৯.৫**	**৪৯.৫**	**৫০.৭**	**৫৪.৯**	**৬০.২**	**৭০.৩**	**৭৩. ৮**	৭৮.৬	৭৯.১

২.০ বিশেষ অর্জন:

সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ দক্ষতার সাথে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের হার পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের হারঃ

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)			ব্যয় (কোটি টাকায়)			অগ্রগতির হার (%)	জাতীয় গড় (%)
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		
২০০৮-০৯	**১১**	**২১১৩.৭৯**	**১০৭১.৯৫**	**১০৪১.৮৪**	**২০৫৫.১২**	**১০৫৮.৪২**	**৯৯৬.৭০**	**৯৭.২২**	**৮৬%**
২০০৯-১০	**১১**	**২৮২৩.১৮**	**১৩৫৭.৩২**	**১৩৬৫.৮৬**	**২৭১৬.১৮**	**১৪৩৯.০৬**	**১২৭৭.১১**	**৯৬.২১**	**৯১%**
২০১০-১১	**১৪**	**৩০৫৬.৬২**	**১৮৩৫.০৮**	**১২২১.৫৪**	**২৯৭৮.৯৮**	**১৮১৬.৩৪**	**১১৬২.৬৪**	**৯৭.৪৬**	**৯২%**
২০১১-১২	**১৪**	**২৪৬৬.৩২**	**২০৭৯.৮৯**	**৩৮৬.৪৩**	**২৪১৭.৭০**	**২০৫২.৯৬**	**৩৬৪.৯৭**	**৯৮.০৪**	**৯৩%**
২০১২-১৩	**১৮**	**৩৯১৬.৩২**	**৩৩৫৫.৮৩**	**৫৬০.৪৯**	**৩৭৬৫.৫০**	**৩৩১৭.৫৮**	**৪৪৭.৯২**	**৯৬.১৫**	**৯৬%**
২০১৩-১৪	১৬	৪৫২৮.৬৫	৪০৪২.৭২	৪৮৫.৯৩	৪৪৮৬.৪১	৪০১৩.৩৭	৪৭৩.০৪	৯৯.০৭	৯৫%
২০১৪-১৫	১৩	৪৩৩৩.২৮	৩৮৯০.২১	৪৪৩.০৭	৪১৮৬.১৫	৩৭৫৫.৪৮	৪৩০.৬৭	৯৬.৬০	৯১%

২.২ ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশে র ২৬,১৯৩ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে , যা জানুয়ারি ২০১৩ হতে কার্যকর হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ১ম ধাপে ২৩,৫০০টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২য় ধাপে ১,৭৭৪টি এমপিও বহির্ভুত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (কমিউনিটি ও সরকারি অর্থায়নে এনজিও নির্মিত বিদ্যালয়সহ) এবং ৩য় ধাপে ৫৩৩টি সর্বমোট ২৫,৮০৭টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে।

১ম ধাপে অধিগ্রহণকৃত ২৩,৫০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে জনপ্রশা সন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির ভিত্তিতে ২২,৯২৫টি বিদ্যালয়ের জন্য ১,১৪,৬২৫টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে এ পর্যন্ত প্রায় ৯১,০০০ শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও পরবর্তীতে ২২৯৮টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫টি করে মোট ১১,৪৯০টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। এ পদসমূহ ভেটিং ও সচিব কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

২.৩ জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ৬৬৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হয়েছে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি

প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচনা করে এর প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক শিক্ষা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন মানুষের মৌলিক অধিকার। ১৮৫৪ সালে Wood's Education Despatch অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জনশিক্ষা পরিদপ্তর নামে পৃথক পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বিদ্যমান সনাতনধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর কাঠামো বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার চাহিদাপূরণে সক্ষম ছিল না। স্বাধীনতাপূর্ব শিক্ষা ব্যবস্থা জীবন সম্পৃক্ত ছিল না বরং তা ছিল গতানুগতিক খন্ডিত বা অর্ধশিক্ষায় শিক্ষিত মেরুদন্ডহীন মানুষ তৈরীর পরিকল্পনা। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য/উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পরিচালন পদ্ধতি ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। উক্ত কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উলেলখযোগ্য সুপারিশসমূহ ছিল নিমণরূপ :

(১) সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী করা;
(২) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর হার সর্বোচ্চ ১:৩৫ করা;
(৩) প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার নীতি ঘোষণা। পরবর্তী সময়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার পরিকল্পনা;
(৪) প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কর্মমূখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, অভিন্ন পাঠ্যক্রম সংবলিত শিক্ষা সরকারি ব্যয়ে পরিচালনার পরিকল্পনা;
(৫) বালিকাদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকহারে মহিলা শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ দানের পরিকল্পনা করা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি, দক্ষ জনবলের অভাব ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার কারণে কমিশনের সকল সুপারিশ তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলেও 'Primary Education Ordinance, 1973' এবং'Taking Over Act, 1974'-এর আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষককে সরকারিকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির সোপান রচনা করেন। ১৯৮০ সালে সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করলে এর তত্ত্বাবধান ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৯৮১ সালে জনশিক্ষা পরিদপ্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলা ও ৫০৫টি উপজেলা/থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, জেলা সদরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও পিটিআই, উপজেলা/থানা

সদরে উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে সহকারি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ভিত্তিক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক অভিভাবক সমিতি, ওয়ার্ড/ইউনিয়ন/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সহায়তায় প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকারি শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ৮টি বিভাগ, যথা- প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পলিসি ও অপারেশন, প্রোগ্রাম, অর্থ ও সেকেন্ড চান্স এডুকেশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ৮ জন পরিচালকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় :

(১) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান;
(২) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;
(৩) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(৪) অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পরিদর্শ ও অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৫) প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর উন্নয়ন;
(৬) প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
(৭) অধিদপ্তরের অধীন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত কার্যাবলী; এবং
(৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) নামে একটি সেল রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও কম্পিউটারাইজড করা এবং তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা সেলটির কাজ। এর প্রধান হচ্ছেন একজন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট। মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এবং একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সদর দপ্তর)

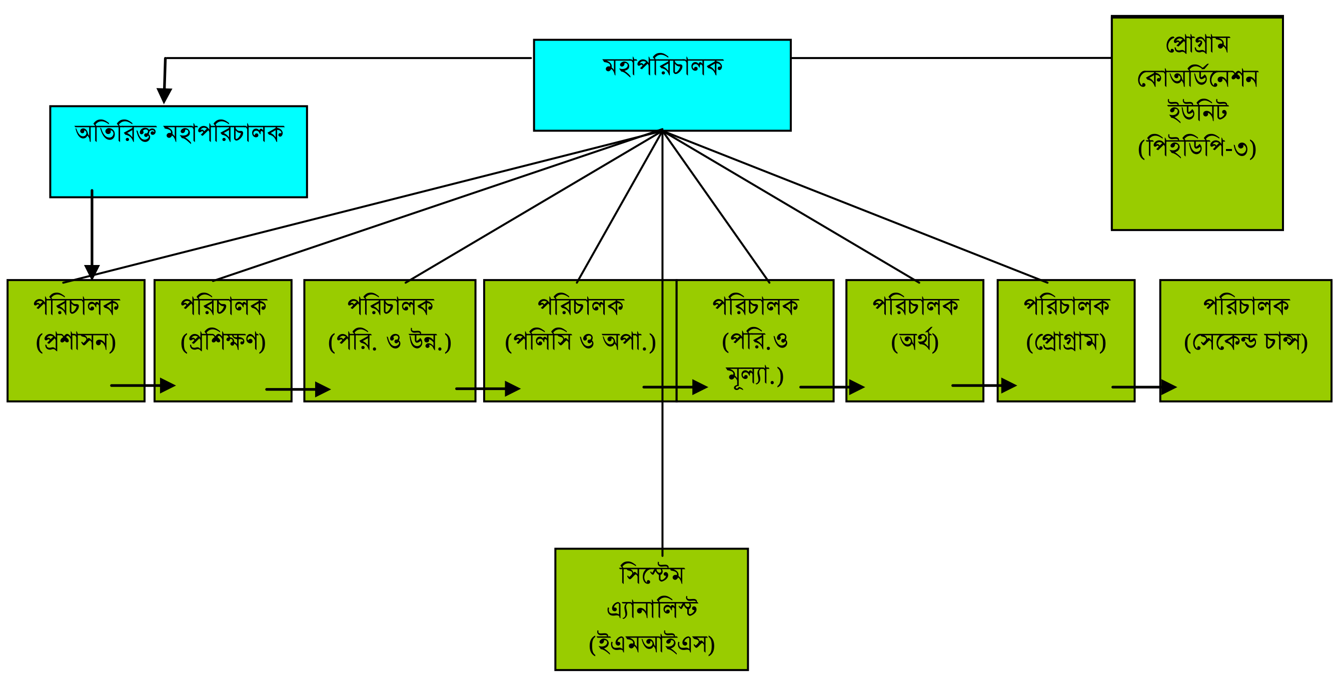

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) ও সবার জন্য শিক্ষা (EFA) এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে ২০১১-১৭ মেয়াদে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৭) এর উপাদানসমূহ:

(১) শিখনফল অর্জন;
(২) সবার সমান অংশগ্রহণের সুযোগ;
(৩) আঞ্চলিক ও অন্যান্য পর্যায়ে বৈষম্য কমানো;
(৪) বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) নিম্নবর্ণিত ৫টি ফলাফল অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে :

(১) সকল শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রত্যাশিত শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিকক্ষে বসেই অর্জন করবে।
(২) সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে।
(৩) প্রাথমিক শিক্ষায় সকলে অংশগ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন ও শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করা বা কমানো হবে।
(৪) উপজেলা বা বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
(৫) প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে।

পিইডিপি -৩ এর আওতায় নির্মিত বিদ্যালয় ভবন

৩.০ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকান্ড :

সর্বজনীন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত শিক্ষক সৃষ্টিসহ শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এবং আরও ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩.১ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩):

প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবর্তে Sub-Sector wide approach কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় পিইডিপি-১ এবং পিইডিপি-২ শীর্ষক দুটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এ সকল কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যালোচনাপূর্বক ৯টি উন্নয়ন সহযোগীর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আরও বড় পরিসরে এবং আরও বৃহৎ বিনিয়োগে পিইডিপি-৩ গ্রহণ করা হয় যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩.১.১ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮১৫৩৮৮.৩৬ লক্ষ টাকা।

৩.১.২ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।

৩.১.৩ কর্মসূচির এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

৩.১.৪ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)):

অর্থ বছর	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	১৫৩৮১.০০	১৫৬০০০.০০	২৪৭৫০০.০০	২৪০৪৩৭.০০
ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	১৪৭৪৯.৮৮	১৫২৯৮১.৭৫	২৪৫৪৮৭.৯৪	২২৯৮৯৫.১৬
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৫.৯০%	৯৮.০৭%	৯৯.১৯%	৯৫.৬২%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)				৬৪৩১১৪.৭৩

৩.১.৫ কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলী :

প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য কার্যকরী ও যুগোপযুক্ত শিশু-বান্ধব শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি দক্ষ, একীভুত এবং সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩.১.৬ বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা অঙ্গসমূহ (Component):

৩.১.৭ সামগ্রিক লক্ষ্য : দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপোযোগী শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

৩.১.৮ বাস্তবায়ন কৌশল: সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পিইডিপি-৩ এর কার্যক্রমগুলোকে ৪টি কম্পোনেন্ট ও ২৯টি সাব-কম্পোনেন্ট-এ বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে :

অঙ্গ ১: শিখন ও শিক্ষণ

অঙ্গ ২: অংশগ্রহণ ও বৈষম্য

অঙ্গ ৩: বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকারিতা

অঙ্গ ৪: সেক্টর/প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা।

৩.১.৯ কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম :

(১) শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন। এ জন্য শিশুদের উপযোগী খেলাধুলা সামগ্রী, প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলাম ও পাঠ্য বই সরবরাহ করা হচ্ছে;

(২) Over crowded বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫৬ এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক ৩৯,০০৩টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য চাহিদভিত্তিক ১,২৮,৯৫৫টি টয়লেট নির্মাণ;

(৪) শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদ পানি সংস্থানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৯,৩০০টি নলকূপ স্থাপন;

(৫) চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যালয় মেরামত;

(৬) পিটিআই, উপজেলা শিক্ষা অফিস,ইউআরসি, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অফিস ও নেপ সম্প্রসারণ ও মেরামত;

(৭) বর্তমান কারিকুলাম সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী কারিক্যুলাম প্রণয়ন করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হবে;

(৮) দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির লক্ষ্যে সিইনএড এর পরিবর্তে ১৮ মাস মেয়াদের ডিপ্ইনএড্ চালু;

(৯) উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

(১০) শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;

(১১) পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে Digital Content: ভিত্তিক শ্রেণি পাঠদান পরিচালনা;

(১২) আইসিটি অবকাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রদান করা হবে;

(১৩) দূর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ;

(১৪) চাহিদাভিত্তিক টয়লেট মেরামত;

৩.১.১০. ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পিইডিপি-৩ এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম : পিইডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাস্তবায়িত প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

৩.১.১১.১ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ভৌত অগ্রগতি
১.	নলকূপ স্থাপন	২৭৫০.০০	৯৮১৯টি
২.	ওয়াশ ব্লক	১৭৯৭০.০০	৬৭৩১ টি
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১০২০৫.১১	সম্পন্ন ২৮২ টি
৪.	অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	৮৩৭১৬.৬১	সম্পন্ন ৫২৭৯ টি
৫.	বড় ধরনের মেরামত	২২০.২০	সম্পন্ন ৭৩ টি

কর্মসূচির আওতায় জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ২৩৩২১টি নলকূপ, ১২৩৯৯টি ওয়াশ ব্লক, ১৪৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যারয় নির্মাণ, ১৪৪৩৭টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং ১৯৩৪ বড় ধরণের মেরামত সম্পন্ন হয়েছে।

৩.১.১১.২ Decentralized School management and Governance:

শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা আরো বিকেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Level Improvement Plan) এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (UPEP) প্রণয়ন করা হচ্ছে। বিদ্যালয় পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণকে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এ কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতি জনগণের মালিকানাবোধ জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৪ - ২০১৫ অর্থবছর (লক্ষ টাকায়)		
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি
১.	স্লিপ ষ্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ	৫০০.০০	৪২২.০০	৮৬২০০ জন
২.	স্লিপ গ্রান্ট	১৪৪০০.০০	১৪১৭৪.০০	৩৮৩ উপজেলার ৪৭২৪৭টি বিদ্যালয়ে প্রতিটিতে ৩০ হাজার ছাড় করা হয়েছে।

৩.১.১১.৩ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:

শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস করে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৪- ২০১৫ অর্থবছর বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)		মন্তব্য
		বরাদ্দ	ব্যয়	
১.	**প্রশিক্ষণ**	২৭৭০৩.৩৮	২৭৭০৩.৩৮	২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৮৬৭৫৪ জন শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২৭৭০৩.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যায় হয়।
২.	**শিক্ষক নিয়োগ**	৮৩৯.৪৫	১০১.৭৫	৬৯৩৩ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রাদন করা হয়েছে।

প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১২ সাল হতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ জন্য সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন করে মোট ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাক -প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ২০,৯২১ জন শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.১১.৪ বিনামুল্যে বই বিতরণ :

পিইডিপি-৩ এর অন্যতম কার্যক্রম বিনামূল্যে বই বিতরণ। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। লেখাপড়ায় শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণে সাদা-কালো বইয়ের পরিবর্তে ৪ রংয়ের নতুন রঙিন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে শিশুদের লেখা পড়ার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৪- ২০১৫ অর্থবছর (লক্ষ টাকায়)			মন্তব্য
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	
১।	**বই বিতরণ**	২৩২৫০০০.০০	১৭১৫৯৩৭.২০	৭৩.৮০%	৩১৬৬৩০৮ জন প্রাক-প্রাথমিক ও ২১৭২৯৬৫৭ জন প্রাথমিক স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে।

* ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ১১,৫৯,৯৭,০৯৭টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

৩.১.১১.৫ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :

আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ঝাকজমকভাবে আয়োজন করা হয়।

৩.১.১১.৬ প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করণ, ঝরেপড়া রোধএবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিইডিপি-২ তে ৪টি এ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পিইডিপি-৩ তে ৪টি এ্যাকশন প্ল্যানকে সমন্বিত করে একটি একটি এ্যাকশন পল্যান প্রণয়ন করা হয় যেটি 'Gender & Inciusive Education Action Plan' এর আওতায় মেয়ে শিশু, নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশু, প্রতিন্ধী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুকে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষেই একীভূত শিক্ষা শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য অ্যাসিসটিভ ডিভাইস ক্রয়ের নিমিত্ত উপজেলা পর্যায়ে ইউপেপের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতি উপজেলায় ৫০০০০ টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ব্যয় ০২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

অর্জনসমূহ : বর্তমান সরকার ৩৭,৬৭২ (সাইত্রিশ হাজার ছয়শত বাহাত্তর) টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ১ জন করে সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছেন। ইতোমধ্যে ২০,৯২১ (বিশ হাজার নয়শত একুশ) জন শিক্ষকের নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট শিক্ষক নিয়োগ ২০১৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ৩০৮৮৪৬০ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল।
২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ২৪৬১০ (চবিবশ হাজার ছয়শত দশ) জন শিক্ষককে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমকি শিক্ষা বিষয়ে মনিটরিং ও সুপারভিশনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সকল মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ১ দিনের ওরিয়েনটেশন এবং প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি উপজেলা হতে ৩ জন করে কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য সহায়ক শিখন-শেখানো সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে =৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বেসরকারি সংস্থার অংশ গ্রহণের সুবিধার্তে সরকার GO-NGO Collaboration Guide Line এবং এর Implementation Plan অনুমোদন করেছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে GO-NGO Collaboration Guide Line এবং Implementation Plan এর আলোকে বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছে এবং তাঁদের বিদ্যালয়/শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিশুদের বিনামূল্যে শিখন-শেখানো সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

৩.১.১১.৭ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রম :

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (NSA- National Student Assessment) একটি নমুনাভিত্তিক মূল্যায়ন। আদর্শমান বজায় রেখে প্রণীত ৩৫ থেকে ৪০টি অভীক্ষাপদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপের উদ্দেশ্যে এক বছর অন্তর অন্তর জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শিশুদের বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো যথাযথ কিনা এবং শিশুরা শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো যথাসময়ে অর্জন করতে পারছে কিনা তা যাচাই করার জন্য নমুনাচয়ন পদ্ধতিতে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী বাছাই করে ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা ও গণিত বিষয়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এটি প্রচলিত পরীক্ষা তথা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে ভিন্নতর। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলদিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সংক্রান্ত কৌশল নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যয়ন ২০১৩ এর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং এ বছর ১৩ টি কর্মশালার মাধ্যমে প্রতিবেদন বিস্তরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৫-এর প্রাথমিক কার্যক্রম যেমন ফার্ম নিয়োগ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, টেস্ট আইটেম প্রস্তুত-এর জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৪-

২০১৫ অর্থবছরে Education Household Survey ২০১৪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি সে অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমান শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ জীবন যাত্রার মান অর্থাৎ আর্থসামাজিক অবস্থান যাচাই করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার্থীর হার এবং আর্থিক অবস্থা শিক্ষায় কি প্রভাব ফেলে তা যাচাই এর জন্য Education Household Survey করা হয়েছে।

৩.১.১১.৮ শিখবে প্রতিটি শিশু কার্যক্রম :

সকল শিশুর জন্য মান-সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' নামে একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৪টি ডিপিএড এলাকায় ২৮০ টি বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সর্বমোট ৯৮০টি বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানোর এ বিশেষ পাইলট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের ১৪৩ জন কর্মকর্তা এবং ৮৭৫ জন শিক্ষককে ২৬ দিনের বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয। শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য ২৮০টি বিদ্যালয়ে অনুমোদিত ইসিএল প্যাকেজ ম্যাটেরিয়ালস প্রেরণ করা হয়। ৬১০৫০ জন শিক্ষককে বাংলা (উপকরণ -১) এবং গণিত বিষয়ে (উপকরণ-২) সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩.১.১১.৯ সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম :

সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার শতভাগ ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিখন-শেখানোর গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিশুর স্বাস্থ্য সুস্থ্য রাখার জন্য প্রতি বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্দ্যোগে কৃমিনাশক ঔষধ বছরে দু'বার করে খাওয়ানো এবং একই সাথে বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা হয়েছে। কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্ট্রাটেজী পেপারের ''লিটল ডক্টর'' ধারণাটি এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য যেমন : ১। ওজন; ২। উচ্চতা; ৩। দৃষ্টি শক্তি; ৪। বয়স; ৫। শ্রেণী ইত্যাদি তথ্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফার্মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের ছকে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৪-১৫ অর্থবছর	
		অর্থের পরিমাণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩)	৪৪২.০০	২৪,২৫০
২।	ইউনিসেফ (পিইডিপি-৩)	৮৫	৪,৪১০
মোট:		**৫২৭.০০**	**২৮৬৬০ জন**

৩.১.১১.১০ Second Chance and Alternaive Education Program :

পিইডিপি-৩ কর্মসূচির ৪টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। এর দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট হচ্ছে Participa:ion and Disparities, যার সাব-কম্পোনেন্ট ২.১.১ হচ্ছে Second Chance and Alternative Educa:ion। ৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদেরকে এ সাব-কম্পোনেন্টের আওতায় উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ১ম -৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে এবং পঞ্চম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণকরণের মাধ্যমে তাদেরকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তুলে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত

হওয়ার সুযোগ তৈরি করা হবে। এ কর্মসূচিতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান করা হবে। Second Chance Educa:ion কর্মসূচিকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইউনিটের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কর্মএলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ (রস্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদের মধ্যে রস্ক প্রকল্পের আওতাধীন উপজেলা ও শহরের বস্তি এলাকা ব্যতীত)।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

(১) বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা;

(২) শিক্ষার্থীদেরকে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি স্তরভিত্তিক যোগ্যতানুসারে তাদেরকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করা;

(৩) শিক্ষার্থীদেরকে ১ম-৫ম শ্রেণির সমমানের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান শেষে ৫ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণকরণের মাধ্যমে তাদেরকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উপযোগী করে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির সুযোগ তৈরি করা;

(৪) বিদ্যালয় গমনোপযোগী লক্ষ্যদলভুক্ত শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করা।

অর্জন : কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত আরডিপিপি এর আলোকে সেকেন্ড চান্স এন্ড অলটারনেটিভ এডুকেশন নামে নতুন একটি ডিভিশন সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন পরিচালকসহ ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি এবং পদায়ন করা হয়েছে। কার্যক্রম শুরু করার জন্য একটি এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.১.১১.১১ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা :

২০০৯ সাল থেকে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদয়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৪ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৫০৮টি উপজেলায় দেশে ৬৭৮০ টি এবং বহিঃ বাংলাদেশে ১১ টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭,৮৯,২৬৩ জন। ছাত্রী ১৫,০৮,০৪৫ জন ও ছাত্র ১২,৮১,২১৮ জন। এদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৬,৮৩,৭৮১ (৯৭.৯২%)জন। ছাত্রী ১৪,৫৬,৮৪৫ জন এবং ছাত্র ১২,২৬,৯৩৬ জন। পাশের হার ৯৭.৯২%। বিগত সময়ের মত পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায় ২২ হাজার শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্ট পুলে এবং প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষার্থীকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.১১.১২ ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা :

২০১৪ সালে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সমগ্র বাংলাদেশে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩,০৬,০৫৮ জন। ছাত্রী ১,৪৮,৬৮০ জন ও ছাত্র ১,৫৭,৩৭৮ জন। এদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২,৬৫,৯৭৪(৯৫.৯৮%)জন। ছাত্রী ১৩,২,০৫৪ জন এবং ছাত্র ১,৩৩,৯২০ জন। পাশের হার ৯৫.৯৮%।

৩.১.১১.১৩ ' মীনা দিবস' :

মীনা বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র। মীনা কার্টুন চরিত্রটি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল তথা দক্ষিণ এশিযার মেয়ে শিশুদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি বালিকা চরিত্র। মীনা চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছির ১৯৯১ সালে একজন দশ বছর বয়সী বালিকা হিসেবে। মীনা নামের এই বালিকা চরিত্রটি মেয়ে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার। শিশুদের সাথে সাথ সব বয়সের মানুষই মীনাকে খুব পছন্দ করে। সে কারণে ১৯৯৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখ হতে দেশব্যাপী 'মীনা দিবস' উদ্যাপন করা হচ্ছে। প্রতিবছরই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ দিবসটি পালন করে আসছে।

৩.১.১১.১৪ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন :

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উলেলখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বিদ্যালয়, ক্লাস্টার ও উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী , শিক্ষক, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাকে পদক ও সনদ প্রদানের

মাধ্যমে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান করা। ২০১৫ সালের ১৪ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্যাপনের সমাপনীতে পুরস্কার প্রদান করেন। আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৪ এর ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা-

ইভেন্ট : ১০০ মিটার দৌড়

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : দীর্ঘ লাফ

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : উচ্চ লাফ

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : উচ্চ লাফ

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : ভারসাম্য দৌড়

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : রিলে রেইস

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১২ জন	১২ জন	২৪ জন

ইভেন্ট : ক্রিকেট বল নিক্ষেপ

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : অংক দৌড়

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : একক অভিনয়

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : গল্প লেখা

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : পললী গীতি/ লোক গীতি

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : আবৃত্তি

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : চিত্রাঙ্কন

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : দেশাত্ববোধক গান

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : নৃত্য

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	৩ জন	৬ জন

ইভেন্ট : কাব শিশু

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
৩ জন	-	৩ জন

এছাড়াও শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক, শ্রেষ্ঠ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রেষ্ঠ জেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ পিটিআই সুপারিটেনডেন্ট, শ্রেষ্ঠ উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (প্রাথমিক বিদ্যালয়), শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা (প্রাথমিক বিদ্যালয়), শ্রেষ্ঠ কাব শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ কর্মচারী, শ্রেষ্ঠ এসএমসি, শ্রেষ্ঠ পিটিআই, শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝরেপড়া উলেলখযোগ্য হারে কমাতে সক্ষম বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ জেলা ও শ্রেষ্ঠ উপজেলা কে পদক প্রদান করা হয়।

৩.১.১১.১৫ প্রশাসনিক কার্যক্রম : ২০১৪-১৫ অর্থবছরে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অনুমোদিত পদসংখ্যা ছিল ৪০৩৭৭২টি। পূরণকৃত পদ ৩৭৭৩৭১টি এবং শূন্য ২৬৪০১টি। জেলা কর্মকর্তার শূন্য পদ ছিল ০৩টি, অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ ৫৬৬টি, ২য়

শ্রেণির ৮৫৯৭টি এ বং ৪র্থ শ্রেণির ৯৮৬টি মোট- ২৬৪০১টি পদ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৪০জন কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়েছেন। নতুন নিয়োগ পেয়েছেন কর্মকর্তা ৩৮ জন, কর্মচারী ৬৯৩৩জন। মোট- ৬৯৭১ জন।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১২০১৮ টি। এর মধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে ৬৮৭টি এবং অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি ১১৩৩১ টি।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫১ টি এর মধ্যে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা ২১টি।

৩.২ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়):

প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরচত্ব প্রদান করে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়ার প্রবণতা রোধকরণ,সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে, মান উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৩.২.১	**কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	৫৬৮৭২৬.০৭ লক্ষ টাকা।
৩.২.২	**কর্মসূচির মেয়াদ**	:	জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫।
৩.২.৩	**অর্থায়নের উৎস**	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার
৩.২.৪	**প্রকল্প এলাকা**	:	সমগ্র বাংলাদেশ (সিটি কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপেলিটি ব্যতীত), এবং ৮৭টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বিদ্যালয়।।
৩.২.৫	**সামগ্রিক লক্ষ্য**	:	শিশুদের ভর্তির হার ও ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার সহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধি।
৩.২.৬	**প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা**	:	বিদ্যালয়গামী ৭৮৭০১২৯ লক্ষ দারিদ্র শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান।

৩.২.৭ ২০১৪-১৫ অর্থবছরেপ্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	৪৮৮০০.০০	৫৭৪৮৪.০০	৮৬৫০০.০০	৯০০০০.০০	৯২৫০০.০০	৮৯৮৪৮.০০	৯৪০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৪৮৩৫৫.৫৫	৫৭৩৮৭.১৪	৮৬৪৩৪.৬৪	৮৯৯৬৩.৮১	৯২২৩৬.২৬	৮৯৭৯৯.৭০	৯৩৮৭৫.০৫
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.০৯%	৯৯.৮৩%	৯৯.৯২%	৯৯.৯৬%	৯৯.৭১%	৯৯.৯৫%	৯৯.৮৭%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি							৫৫৮০৫২.১৬

অর্জন : প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়) এ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতিরেকেগ্রামীন এলাকার ১০০%র অস্বচ্ছল পিতা-মাতার সন্তান (৭৮৭০১২৯ জন ছাত্র-ছাত্রী) উপবৃত্তি সুবিধাভোগীর আওতাভুক্ত। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী দেশের ৬৮ উপজেলায় ৯০%, ১২৩ উপজেলায় ৭৫%, ১৩৯ উপজেলায় ৫০% এবং ১৫৪ উপজেলায় ৪৫% হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।(প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়) এ সুবিধাভোগী দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করলে ঐ পরিবারকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তান অধ্যয়ন করলে ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

৩.৩ রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়) :

যে সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়েছে অথবা যারা কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি অথচ বয়স ১৪ বছর হয়েছে ঐ সকল শিশুর জন্য সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২য় সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সাফল্যের প্রেক্ষিতে ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষণ কেন্দ্রের স্থাপন করে দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিত পরিবারের স্কুল বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হচেছ।

৩.৩.১	**প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	১১৪০,২৫.৭৬ লক্ষ টাকা
৩.৩.২	**প্রকল্পের মেয়াদ**	:	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।
৩.৩.৩	**অর্থায়নের উৎস**	:	৫৮,০৮.৫৩ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার); ১০৮২,১৭.২৩ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- বিশ্ব ব্যাংক)
৩.৩.৪	**প্রকল্পের এলাকা**	:	দেশের ৫২টি জেলার ১৪৮টি নির্বাচিত উপজেলা।
৩.৩.৫	**সামগ্রিক লক্ষ্য**	:	দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিত পরিবারের স্কুল বর্হিভূত শিশুদের শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করার জন্য ২য় সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩.৩.৬	**প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা**	:	২১৩৬১টি শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.১৫ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান।

৩.৩.৭ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	৬৮২৪.০০	১৪৫৬০.০০	১৬৫৫৩.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৯৮.৬৭	১৪২১৬.৬২	১৪৫৫৩.৪৭
ব্যয়ের শতকরা হার	২.৯১%	৯৭.৬৪%	৮৭.৯২%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			২৮৯৫২.৪০

অগ্রগতি : ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১২,৫৬৭ আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এ সকল স্কুলে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ ,৪২,১৩৬ জন।

৩.৪. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়) :

বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীর বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে অবকাঠামো বৃদ্ধি পায়নি। ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক সংখ্যাক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

৩.৪.১	**প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	১৬৬৬৯০.৬০ লক্ষ টাকা।
৩.৪.২	**প্রকল্পের মেয়াদ**	:	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৬।
৩.৪.৩	**অর্থায়নের উৎস**	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।
৩.৪.৪	**প্রকল্পের এলাকা**	:	সমগ্র বাংলাদেশ।
৩.৪.৫	**সামগ্রিক লক্ষ্য**	:	জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংস্কারপূর্বক ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
৩.৪.৬	**প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা**	:	প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র এবং টিউবয়েল স্থাপনসহ মোট ৫৬০০টি বিদ্যালয় পুননির্মাণ ও সংস্কার।

৩.৪.৭ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	৮০৩৬.০০	১৭১১৮.০০	২৫০০০.০০	৪৫৩৮৫.০০	১৯২৭৯.০০	১০০০০.০০	৫৫০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৮০২৬.৪৯	১৭০৮২.২৫	২৪৯৩৬.২৩	৪৫০৪২.১৪	১৯০১৩.৭৬	৯৮৬৯.৬০	৫৪২৪.৫৯
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.৮৮%	৯৯.৭৯%	৯৯.৭৪%	৯৯.২৪%	৯৮.৬২%	৯৮.৭০%	৯৮.৬৩%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি							১৩৭২০৪.৪০

অর্জন : মোট ৫৬০০টি বিদ্যালয় পুননির্মা ণের লক্ষ্যে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৫০৫৭টি বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে **১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের কাজ সমাপ্ত**হয়েছে।

৩.৫ ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম :

গ্রামীণ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে দরিদ্র শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে অধিক মনযোগী হিসেবে গড়ে তোলা, ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ এ প্রকল্পের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় কমিশনের যৌথ অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ধারিত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত করে স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বধানে এই বিস্কুটগুলো স্কুল সময়ে বিতরণ করা হয়। উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রকল্প কার্যালয় হতে নিয়মিত এ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

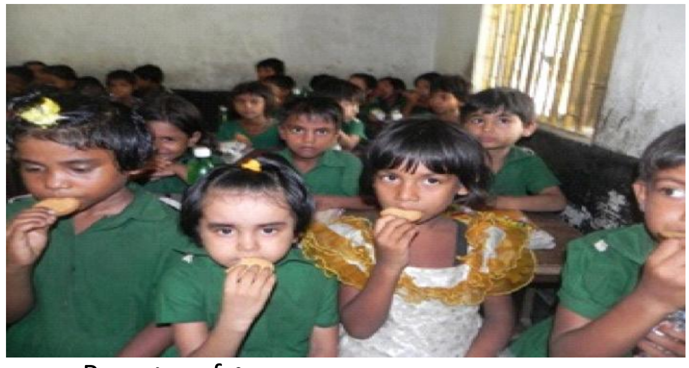

৩.৫.১	**প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	২০৩৭৬.০০ লক্ষ টাকা।
৩.৫.২	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫।
৩.৫.৩	**অর্থায়নের উৎস**	:	বাংলাদেশ সরকার ৭৫৩৬.৬০ লক্ষ টাকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১২৭৯৯.৭৪ লক্ষ টাকা।
৩.৫.৪	**প্রকল্পের এলাকা**	:	**লাখাই** (হবিগঞ্জ), ধর্মপাশা (সুনামগঞ্জ), দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর), কলমাকান্দা (নেত্রকোনা), ঝিকরগাছা (যশোর), হাতিবান্ধা (লালমনিরহাট), বেড়া (পাবনা), মহেশখালী (কক্সবাজার), রামগতি (লক্ষীপুর), দশমিনা (পটুয়াখালী)
৩.৫.৫	**সামগ্রিক লক্ষ্য**	:	ঝড়ে পড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নের হার বৃদ্ধি।
৩.৫.৬	**প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা**	:	প্রকল্পের আওতায় ১০টি জেলার ১০টি উপজেলার ৪.১৭ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ।

৩.৫.৭ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	৩৯৮.০০	৬৯৯.০০	১৭৭৪.০০	৬৮০০.০০	২৬৫০.০০	৫০৫০.০০	৩৬০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১.০৬	১২২.০৭	১৩৬৮.৮২	৬৭১৯.৯৪	২১২২.০৭	৪০৮০.০৩	৩০৩৭.১০
ব্যয়ের শতকরা হার	০.২৭%	১৭.৪৬%	৭৭.১৬%	৯৮.৮২%	৮০.০৮%	৮০.৭৯%	৮৪.৩৬%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি							১৭৪৫১.০১

অর্জন : ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ২১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

৩.৬ দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি:

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরচ করে ।প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য-২ অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হলো **দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ।** স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার কল্যাণে গৃহীত সফল একটি কর্মসূচি। দারিদ্রতার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির পূর্বেই ঝরে পড়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝড়ে পড়ার প্রবণতা ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ধারিত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত করে স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বধানে এই বিস্কুটগুলো স্কুল সময়ে বিতরণ করা হয়। উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রকল্প কার্যালয় হতে নিয়মিত এ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

৩.৬.১	**প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	৩১৪৫৫২.২০ লক্ষ টাকা।
৩.৬.২	**প্রকল্পের মেয়াদ**	:	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৭।
৩.৬.৩	**অর্থায়নের উৎস**	:	বাংলাদেশ সরকার ও ডবিলউএফপি
৩.৬.৪	**প্রকল্পের এলাকা**	:	২৭টি জেলার ৯৩ টি উপজেলা
৩.৬.৫	**সামগ্রিক লক্ষ্য**	:	ঝড়ে পড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নের হার বৃদ্ধি।
৩.৬.৭	**প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা**	:	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৯৩টি উপজেলার সরকারি (নতুন জাতীয়করণসহ),শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত ২৮ লক্ষ ২৮ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ মানের পুষ্টি সমৃদ্ধ ৭৫ গ্রাম বিস্কুট বিতরণ। এ প্রকল্পের আওতায় ০২ জুলাই ২০১৩ হতে বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলায় এবং ২৩ অক্টোবর ২০১৩ হতে জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুপ বিতরণের পরিবর্তে পরীক্ষামুলকভাবে রান্না করা খাবার (মিড ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে।

৩.৬.৮ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	৯০৯০.০০	২৩৫৫০.০০	৪৩০০০.০০	৪৬৩০০.০০	৪১৮৮০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৮৮৯০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৪২৯৭৩.০৩	৪৬২৬৪.৯১	৪১৭৭৯.৯২
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৭.৮০%	৯৭.৮১%	৯৯.৯৪%	৯৯.৯২%	৯৯.৭৬%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					১৬৩৪৪১.২৭

অর্জন : ২৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

৩.৭. বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়স্থাপন :

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে বেশ কিছু এলাকা চিহ্নিত করা হয় যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ NPA অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব বিদ্যালয়বিহীন এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার অর্থায়নে দেশের ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জরিপে প্রাপ্ত বিদ্যালয়বিহীন এলাকার তালিকা হতে মন্ত্রণালয় অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্মাণ কার্যগুলো প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.৭.১	**প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	৯০৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা।
৩.৭.২	**প্রকল্পের মেয়াদ**	:	জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬।
৩.৭.৩	**অর্থায়নের উৎস**	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।
৩.৭.৪	**প্রকল্পের এলাকা**	:	সমগ্র বাংলাদেশ।
৩.৭.৫	**সামগ্রিক লক্ষ্য**	:	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ।
৩.৭.৬	**প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা**	:	প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়বিহীন এলকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

৩.৭.৭ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	২৫.০০	৭৯৫৫.০০	১৯০০০.০০	২০০০০.০০	১৫০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৩.২১	৭৮১৪.২০	১৮৮৫৮.৯৫	১৯৮২৬.৪৪	১৪৮৮২.৫২
ব্যয়ের শতকরা হার	১২.৮৪৫	৯৮.২৩%	৯৯.২৬%	৯৯.১৩%	৯৯.২২%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					৬১৩৮৫.৩২

অর্জন : সারাদেশে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে মোট ১২৪৯টি বিদ্যালয় নির্মানে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১০৮৬টি বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ২৩৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, টয়লেট (একত্রে) নির্মাণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩.৮ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন :

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় ১২টি পিটিআই স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পিটিআইয়ের নির্মাণ কার্যক্রমগুলো প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.৮.১	**প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	২৫৮৭৮.০০ লক্ষ টাকা।
৩.৮.২	**প্রকল্পের মেয়াদ**	:	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৫।
৩.৮.৩	**অর্থায়নের উৎস**	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।
৩.৮.৪	**প্রকল্পের এলাকা**	:	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, লালমনিরহাট, ঝালকাঠি, নারায় ণগঞ্জ, শরিয়তপুর, ঢাকা, শেরপুর, রাজবাড়ী, মেহেরপুর, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি।

৩.৮.৫ **সামগ্রিক লক্ষ্য** : ১২ পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং প্রতিবছর ১৫৮৪ জন শিক্ষককে সিইনএড প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩.৮.৬ **প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা** : দেশের ১২টি জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ১২টি পিটিআই স্থাপন।

৩.৮.৭ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	২৫.০০	৪১০০.০০	৫৮৫০.০০	৫০২০.০০	৪৫০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	০.৪৬	৪০৯৫.২৫	৫৭৮৭.৬৬	৫০০৩.৯০	৪৪৩৬.২৫
ব্যয়ের শতকরা হার	১.৮৪%	৯৯.৮৮%	৯৮.৯৩%	৯৯.৬৮%	৯৮.৫৮%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					১৯৩২৩.৫২

অর্জন : দেশের ১২টি জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ১২টি পিটিআই সম্পন্ন করা হবে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২টি পিটিআই নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অপর ৯টি পিটিআই এর ৯৫% কাজ সম্পন্ন। ঢাকা পিটিআই নির্মাণ কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

৩.৯ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিবি) :

আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির আবশ্যকতা থাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের ন্যায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৮০টি বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করে। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৩.৯.১ **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়** : ১৬৯৩২.০০ লক্ষ টাকা।

৩.৯.২ **প্রকল্পের মেয়াদ** : জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৫। বর্তমানে জুন' ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য আরডিপিপি অনুমোদন হয়েছে।

৩.৯.৩ **অর্থায়নের উৎস** : বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য।

৩.৯.৪ **প্রকল্পের এলাকা** : বাংলাদেশের ২০টি জেলার ৭৫ টি উপজেলা।

৩.৯.৫ **সামগ্রিক লক্ষ্য** : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত বিদ্যালয় অবকাঠামো ও টিচিং এন্ড লার্নিং এইড ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ।

৩.৯.৬ **প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা** : ১৭০টি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।

৩.৯.৭ ২০১৪-১৫ অর্থবছরেপ্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	১১৩৫.০০	৪০০০.০০	৯৪০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৭১.৯৮	৩৯৯২.৪১	৮৩১৮.৩৫
ব্যয়ের শতকরা হার	৬.৩৪%	৯৯.৮১%	৮৮.৪৯%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			১২৪৭৬.০৪

অর্জন : ১৭০ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫টি বিদ্যালয়সহ সর্বমোট ২০টি বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট সকল বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৩.১০. ইংলিশ ইন এ্যাকশন :

বাংলাদেশের প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম মূলত বাংলা। ইংরেজী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অন্যান্য বিষয়গুলোর বই বাংলায় প্রণীত। ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজীর গুরুচত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজীতে দক্ষ পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের ইংরেজী শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইংরেজীতে দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনুদানে প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সরাসরি তত্তাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.১০.১ **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়** : ১৪৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা।

৩.১০.২ **প্রকল্পের মেয়াদ** : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।

৩.১০.৩ **অর্থায়নের উৎস** : বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য।

৩.১০.৪ **প্রকল্পের এলাকা** : বাংলাদেশের সকল জেলা।

৩.১০.৫ **সামগ্রিক লক্ষ্য** : ইংরেজী ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩.১০.৬ **প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা** : ৪৫০০০ প্রাথমিক শিক্ষক এবং ৬০০০ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩.১০.৭ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	১৮০৩.০০	৭৪০০.০০	১৮৭২.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৮০২.৮৭	৭৩৮৩.৯৯	১৮৬০.৪৫
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.৯৯%	৯৯.৭৮%	৯৯.৩৮%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			১১০৪৭.৩১

অর্জন : ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫০০০ জন শিক্ষককে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ২২৯৮৫ জন শিক্ষককে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭২৪৯ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৩.১১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) :

ভবিষ্যতে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সাধনও অত্যন্ত গুরচত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৩.১১.১ **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়** : ১১৪০.০০ কোটি টাকা।

৩.১১.২ **প্রকল্পের মেয়াদ** : জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬।

৩.১১.৩ **অর্থায়নের উৎস** : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।

৩.১১.৪ **প্রকল্পের এলাকা** : বাংলাদেশের সকল জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ।

৩.১১.৫ **সামগ্রিক লক্ষ্য** : শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের মাধ্যমে আত্ননির্ভরশীল ও চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৩.১১.৬ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বরাদ্দ	১০০.০০	২৩৩.০০	১৭৩.০০	২১৭.০০	২৯৪.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৯৫.০২	২২৭.৭৩	১৬৭.৩০	২১৬.৪৬	২৯৪.০০
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৫.০২%	৯৭.৭৪%	৯৬.৭১%	৯৯.৭৫%	১০০.০০%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					১০০১.৮০

অর্জন : জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৭৫০০ বিদ্যালয়ে ১.৮ লক্ষ কাব দল গঠণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৭৬০ টি কাব দল গঠণ করা হয়েছে।

# ৪.	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

**৪.১	পটভূমিঃ** বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। নিরক্ষরতা এদেশের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এখনো দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর। এ বিশাল সংখ্যক মানুষকে নির ক্ষর রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের ইপ্সিত ল ক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে এ নির ক্ষর জনগোষ্ঠীকে সা ক্ষরতা ও কর্মমুখী প্রশি ক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরী। সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিককে শিক্ষার সুযোগ প্রদানসহ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। ''সবার জন্য শিক্ষা'' অর্জনে বিভিন্ন আ ন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ সরকারও অঙ্গীকার আবদ্ধ। দেশের প্রায় অর্ধেক নির ক্ষর জনগোষ্ঠী, যারা কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে, তাদেরকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় এনে শিক্ষিত করার সুযোগ নেই। দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৬১% (বিবিএস ২০১৩)। এনএফই ম্যাপিং রিপোর্ট-২০০৯ অনুসারে দেশে ১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭৩ ল ক্ষ। এ বিশাল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা প্রদান করতে না পারলে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। একারণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আ ন্তর্জাতিক অঙ্গনে ''সবার জন্য শিক্ষা'' অর্জনের অঙ্গীকার বা স্তবায়নে সরকারের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করে। সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ কারণে সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন লক্ষ্যদলের জন্য উপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশে সবার জন্য শিক্ষা বা স্তবায়ন আজকের পরিকল্পনা নয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই দেশে শিক্ষা বি স্তারের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। ১৯৭৩ সালে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও অবৈতনিক করা হয়। ১৯৭৩ সালেই বেসরকারি উদ্যোগে সা ক্ষরতা অভিযান শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে নির ক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নামে একটি অধ্যায়ে দেশে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সা ক্ষরতা

সমিতি ১৮টি জেলায় ৬৮টি থানার ১৪০টি অধিভুক্ত এবং ১৮৫টি অ ন্তবর্তীকালীন শাখার মাধ্যমে ৩২৫টি গ্রামে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করে এবং এর মাধ্যমে ১৮০০০ নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলে।

৪.২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরও জোরদার করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৫ সালে রাজস্ব খাতে ''উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'' সৃষ্টি করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বেশ কয়েকটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৪.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি:

(ক) যেসকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে তাহাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) কিশোর-কিশোরী, যাহারা বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি কিংবা বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়েছে, তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি;

(গ) শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত সকল বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য সাক্ষরতা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠোমোর প্রিভোকেশনাল-১২ স্তর পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষতার ব্যবস্থা করা এবং অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(ঘ) আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হাওড়, চর, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান, বা এরূপ কোন অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী;

(ঙ) দুঃস্থ জনগোষ্ঠী (যেমন: পথশিশু, বস্তিবাসী, বেকার যুব নারী-পুরুষ, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী নারী-পুরুষ, ইত্যাদি);

(চ) বিশেষ চাহিদসম্পন্ন শিশু ও যুব নারী-পুরুষদের জন্য বিশেষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

৪.৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যাবলী :

(ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, অংশীদারী বেসরকারি সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তা বা সংস্থা, উদ্যোগ উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) উপানুষ্ঠানিক শি ক্ষা ক্ষেত্রে কার্যরত বা আগ্রহী সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ দক্ষতা বৃদ্ধির সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান;

(গ) সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শি ক্ষা কার্যক্রম সংক্রামন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংর ক্ষণের জন্য একটি তথ্য-ভাণ্ডার এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনা;

(ঘ) উপানুষ্ঠনিক শি ক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক শি ক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) এর জন্য যেইরূপ তথ্য যে পদ্ধতিতে চাইবেন সেইরূপ তথ্য প্রদান;

(ঙ) বিভিন্ন পরিবেশের, বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বয়সের শি ক্ষার্থীদের সহজ অংশগ্রহণের সুযোগ সম্বলিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন;

(চ) উপানুষ্ঠানিক শি ক্ষার কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা, প্রশিণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবী ক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

(ছ) উপানুষ্ঠানিক শি ক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক কমিটি, উপ-কমিটি গঠন।

৪.৫ উপানুষ্ঠানিক ব্যুরোর কাঠামো :

৪.৫.১ জাতীয় পর্যায়ের কাঠামো

একজন মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্ব প্রদান করছেন। প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নরূপ :

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
মহাপরিচালক	১	১	০
পরিচালক	২	২	০
উপ-পরিচালক	৩	৩	০
সিস্টেম এনালিষ্ট	১	১	০
সহকারী পরিচালক	৬	৫	১
সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১
স্টোর কর্মকর্তা	১	১	০
লাইব্রেরীয়ান	১	১	০
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	০	১
কম্পিউটার অপারেটর	৬	৪	২
হিসাব রক্ষক	২	১	১
লাইব্রেরী সহকারী	১	১	০
ব্যাক্তিগত সহকারী	৩	২	১
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	৩	২

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
সহকারী হিসাব রক্ষক	২	১	১
ক্যাশিয়ার	১	০	১
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২	২	০
অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান	১	০	১
স্টোর কিপার	১	১	০
ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট	১২	১০	২
ড্রাইভার	৪	৪	০
ক্যাশ সরকার	১	১	০
ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
ডেসপাস রাইডার	১	১	০
অফিস সহায়ক	১৪	১৩	১
নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১	০

৪.৫.২ জেলা পর্যায়ের কাঠামো

জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন সহকারী পরিচালক সহ মোট ২৫৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। জেলা পর্যায়ের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১. সহকারী পরিচালক	৬৪	৫০	১৪
২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬৪	৬৪	০
৩. অফিস সহায়ক	৬৪	৫৬	০৮

৪.৬ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অবসর উত্তর ছুটিতে গমনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্যঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পিআরএল এ গমনকারীর সংখ্যা	লাম্প গ্রান্ট প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩	২	
০২.	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	০	০	
০৩.	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	২	১	
০৪.	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১	১	

৪.৭ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ব্যুরো'তে নিয়োগকৃত জনবলের সংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগকৃত জনবলের সংখ্যা		মন্তব্য
		সরাসরি	পদোন্নতির মাধ্যমে	
১. প্রথম শ্রেণী		০	০	
২. দ্বিতীয় শ্রেণী		০	০	
৩. তৃতীয় শ্রেণী		০	০	
৪. চতুর্থ শ্রেণী		০	০	

৪.৮ লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যাঃ

ক্রমিক	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা		মন্তব্য
			পুরুষ	নারী	
(ক) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ					
১	মহাপরিচালক	১	১	০	
২	পরিচালক	২	২	০	
৩	উপ-পরিচালক	৩	৩	০	
৪	সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১	

ক্রমিক	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা		মন্তব্য
			পুরুষ	নারী	
৫	সহকারী পরিচালক	৬	৪	১	১টি পদ খালি আছে।
৬	সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার	১	০	০	পদটি খালি আছে।
৭	স্টোর কর্মকর্তা	১	১	০	
৮	লাইব্রেরিয়ান	১	০	১	
৯	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১			পদটি খালি আছে।
১০	কম্পিউটার অপারেটর	৬	৪	০	২টি পদ খালি আছে।
১১	হিসাব রক্ষক	২	১	০	১টি পদ খালি আছে।
১২	লাইব্রেরি সহকারী	১	১	০	
১৩	ব্যাক্তিগত সহকারী	৩	২	০	১টি পদ খালি আছে।
১৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	৩	০	২টি পদ খালি আছে।
১৫	সহকারী হিসাব রক্ষক	২	১	০	১টি পদ খালি আছে।
১৬	ক্যাশিয়ার	১	০	০	পদটি খালি আছে
১৭	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২	২	০	
১৮	অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান	১	০	০	পদটি খালি আছে
১৯	স্টোর কিপার	১	১	০	
২০	ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট	১২	৫	৫	২টি পদ খালি আছে।
২১	ড্রাইভার	৪	৪	০	
২২	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০	
২৩	ডেসপাস রাইডার	১	১	০	

ক্রমিক	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা		মন্তব্য
			পুরুষ	নারী	
২৪	ক্যাশ সরকার	১	১	০	
২৫	অফিস সহায়ক	১৪	৮	৫	১টি পদ খালি আছে।
২৬	নৈশ্য প্রহরী	২	২	০	
২৭	পরিচ্ছন্ন কর্মী	১	০	১	
(খ) জেলা কার্যালয়					
১	সহকারী পরিচালক	৬৪	৪৮	২	১৪টি পদ খালি আছে।
২	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬৪	৫৭	৭	
৩	অফিস সহায়ক	৬৪	৪৯	৭	পিএলআর এ ১ জনসহ ৮টি পদ খালি আছে।

৪.৯ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মামলা সংক্রান্ত তথ্য :

মামলার ধরণ	আগত মামলার সংখ্যা	২০১৪-২০১৫ বছরে উদ্ভুত মামলার সংখ্যা	মোট মামলা	নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পেন্ডিং মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
রীট মামলা	১১	০৮	১৯	০	১৯	
দেওয়ানী মামলা	০৩	০	০৩	০	০৩	মামলা নং ৪৭৮/২০১৩, বাদী ক্যাটালিষ্ট কর্তৃক মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি জেলা জজ কোর্টে চলমান আছে।
বিভাগীয় মামলা	০১	০২	০৩	০১	০২	
প্রশাসনিক / প্রশাসনিক আপীল ট্রাইবুনাল	০৭	০	০৭	০	০৭	

৪.১০ নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ

আগত নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	প্রেরিত বিএসআর **(BSR)** সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
৭২	৫৩.৯২	২৮	২০.১১	২৪	৪৫.৭১	

৪.১১ <u>ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোরICT সম্পর্কিত কার্যাবলী:</u>

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমানের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত ও গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ:
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারী, বেসরকারী এবং আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের যাবতীয় তথ্যাবলী সংরক্ষণের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ে একটি NFE MIS প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে অনলাইনে সকল প্রতিষ্ঠান তথ্য আদান প্রদান করে থাকে এবং যার address <u>www.nfemis.bnfe.gov.bd</u>
- মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলায় ৭১৮১টি শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করে ১২ (পূর্বের লক্ষ্যমাত্রা ১৬ লক্ষ) নব্য সাক্ষরকে যাদের বয়সসীমা ১১-৪৫ বছর তাদেরকে ১৬টি ট্রেডের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সকল তথ্যাবলী Online Software <u>www.plcmis.gov.bd</u> সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতাধীন শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর ডাটা বেইজ (ওয়েব বেইজড) উন্নয়ন করা হয়েছে। যার এড্রেস <u>www.htrurban.gov.bd</u>.
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টালের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে যার এড্রেস <u>www.bnfe.gov.bd</u> এবং উক্ত পোর্টালের মূল মেন্যুর ওয়েবমেইল অপশনে উ পানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সকল (প্রধান কার্যালয়-১৫ ও মাঠ পর্যায়ের-৬৪) কর্মকর্তার দাপ্তরিক ই-মেইল এড্রেস প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত পোর্টালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন- ১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, ২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি, ৩) সাক্ষরতা দিবসের ক্রোড়পত্র, (৪) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, (৫) সাংগঠনিক কাঠামো, (৬) সিটিজেন চার্টার, (৭) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা এবং (৮) সাক্ষরতা দিবস প্রকাশনা স্মরণিকা ২০১৫ ইত্যাদি।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে ২টি সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের চারটি ফ্লোরে ৪৩টি কম্পিউটার LAN এর মাধ্যমে সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। জেলা অফিস সমূহের সাথে WAN সংযুক্ত করা করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত (Bangla Govt.Net ও ইনফো সরকার) প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুইচ, সুইচবোর্ড, সার্ভার কানেকশন, আইপি ফোন ও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

➤ উল্লিখিত পোর্টালটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

৪.১২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ

সাক্ষরতার যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণে শিক্ষার্থীগণ তাদের অর্জিত সা ক্ষরতা দ ক্ষতা ধরে রাখতে পারে না এবং পুনরায় নির ক্ষরে পরিণত হয়। তাই নব্য সা ক্ষরদের সা ক্ষরতা ধরে রাখার জন্য সা ক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অব্যাহত শিক্ষার অংশ হিসেবে ইনফেপ প্রকল্পের আওতায় ৯৩৫টি গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। যা পরবর্তীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ এর আওতায় পরিচালিত হয়। বিভিন্ন সমী ক্ষা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রতিবেদন ও মতবিনিময় সভার আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সা ক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষাকে যুযোপযোগী ও কর্ম সংস্থান, স্বকর্মসংস্থান করা না গেলে নব্য সা ক্ষরদের অর্জিত সা ক্ষরতা ধরে রাখা দৈনন্দিন জীবনে সাক্ষরতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবন-মানের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় মানব উন্নয়নের জন্য সা ক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প (পিএলসিইএইচডি)-১, ২, ও ৩ গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় পিএলসিইএইচডি-১ ও ২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়। সাক্ষরতা উত্তর পর্যায়ে ২০টি ইস্যুভিত্তিক (৮টি সাধারণ ও ১২টি আয়বর্ধক) এবং ১২৫টি অনুসারক গ্রন্থ আলোচনা করা হয়। অব্যাহত শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার্থীর চাহিদা, স্থানীয় বাজার চাহিদা ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশি ক্ষণের সুবিধা যাচাই পূর্বক সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক ট্রেড প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ট্রেডভিত্তিক আত্মকর্মসংস্থানের এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা পাবার জন্য সং শ্লিষ্ট কর্মসূচি বা স্তবায়নকারী এনজিও, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

<u>এক নজরে বাস্তবাবায়িত প্রকল্পসমূহ :</u>

ক) প্রকল্পের নাম: মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (পিএলসিইএইচডি-১)।

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০১ - ডিসেম্বর ২০০৭।

কোর্সের মেয়াদ : ৩+৬ = ৯ মাস (সিবিএ)।

লক্ষ্যদলের বয়স : ১৫-২৪ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর, ঝরে পড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠী।

লক্ষ্যমাত্রা : ১৬.৫৬ লক্ষ।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জন : ৭১%।

খ) প্রকল্পের নাম: মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ (পিএলসিইএইচডি-২)।

প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ১.২ মিলিয়ন (১২ লক্ষ) নব্য সাক্ষরকে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে উন্নয়ন।

প্রকল্পের কর্মএলাকা : দেশের ২৯ (উনত্রিশ) জেলার ২১০টি (দুই শত দশ) উপজেলা।

প্রকল্প ব্যয়: টাকা ৪৫১১৬.৬৭ লক্ষ (চার শত একান্ন কোটি ষোল লক্ষ সাতষট্টি হাজার)।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০০২- ডিসেম্বর ২০১৩।

<u>অর্জনসমূহ:</u>

(১) ৭১৪৭ (সাত হাজার একশত সাতচল্লিশ)টি স্থায়ীত্বশীল শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

(২) সর্বমোট ১১,০৩,১৬৫ (এগার লক্ষ তিন হাজার একশত পঁয়ষট্টি) জন শিক্ষার্থীকে মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

(৩) সর্বমোট ৪,৩৫,৬২২ (চার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয় শত বাইশ) জন শিক্ষার্থী আয় সৃজনী কার্যক্রেমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।

গ) শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) :

প্রধান উদ্দেশ্য: শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ১,৬৬,১৫০ (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার এক শত পঞ্চাশ) জন কর্মজীবী শিশুকে (যার ৬০% মেয়ে শিশু) জীবনদক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান এবং ১৩+ বয়সী ২০,১৩০ (বিশ হাজার একশত ত্রিশ) জন শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান।

কর্ম এলাকা : নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলাসহ দেশের ৬ (ছয়)টি বিভাগীয় শহর (রংপুর বিভাগ ব্যতীত)।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০০৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৪।

প্রকল্প ব্যয় : টাকা ৩০৩৬১ লক্ষ (তিনশত তিন কোটি একষট্টি লক্ষ)।

<u>অর্জনসমূহ:</u>

(১) ১,৪৬,৯৪২ (এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয় শত বিয়াল্লিশ) জন শহরের কর্মজীবী শিশুকে জীবিকায়ন দক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে।

(২) মৌলিক সাক্ষরতা সম্পন্নকারী ১৭,৪৫৬ (সতের হাজার চার শত ছাপ্পান্ন) জনকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ১১৫৬০ (এগার হাজার পাঁচশত ষাট) জনকে ১১,০০০.০০ (এগার হাজার) টাকা এবং ৫৮৯৬ (পাঁচ হাজার আট শত ছিয়ানব্বই) জনকে ১৬,০০০.০০ (ষোল হাজার) টাকা করে সীড মানি প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) **Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum Development**:

মূল উদ্দেশ্য : প্রিভোক-১ ও প্রিভোক-২ স্তরের ৬টি ট্রেডের (১. এগ্রিকালচার মেশিনারীজ, ২. পল্ট্রি, ৩. ওয়েল্ডিং, ৪. হাউজ কিপিং, ৫. কুকিং এবং ৬. কেয়ার গিভিং) কারিকুলাম তৈরি করা।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৩।

অর্জনসমূহ: প্রিভোক-১ স্তরের ১টি এবং প্রিভোক-২ স্তরের ৬ (ছয়)টি কারিকুলাম উন্নয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো (বিএনসিইউ) এর আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রিভোক-১ এর শিক্ষা উপকরণের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে শীঘ্রই তা চূড়ান্তকরণ করা হবে।

৬) **Capacity Building for Education for All (Cap EFA)-Literacy and Non-formal Education Program:**

সমতুল্যমানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় জাতীয় পর্যায় NFE-MIS/Database তৈরি এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ এর জন্য ইউনেস্কোর সহায়তায় ২০১২ সালে কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। বয়স্ক সাক্ষরতার উন্নয়ন ও জীবনব্যাপী শিক্ষাকে পদ্ধতিগত ও যুগোপযোগী করা ছিল এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে রংপুর জেলার ২টি এবং সিলেট জেলার ২টি উপজেলায় এ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

৪.১৩ <u>চলমান প্রকল্প :</u>

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক ‘মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪) জেলা’ নামক একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : ৪.৫ মিলিয়ন (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক নিরক্ষর যাদের বয়স ১৫-৪৫ বৎসর তাদের মৌলিক সাক্ষরতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রদান করা।

কর্ম এলাকা : দেশের ৬৪টি জেলার নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলা।

বাস্তবায়নকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয় : টাকা ৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ (চার শত বায়ান্ন কোটি আটান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার)।

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটিতে বর্তমানে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণার্থী ধরা হয়েছে ৫ (পাঁচ) লক্ষ)।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	**২০১৪-১৫**
বরাদ্দ	১৮৪.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৫১.০৭
ব্যয়ের শতকরা হার	৮২.১০%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	১৫১.০৭

৪.১৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ :

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়। এ আইনের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে সাক্ষরতা ও দক্ষতা অর্জনকারীগণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমতুল্যমানের স্বীকৃতি লাভ করতে পারবে।

উপনুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং প্রস্তাবিত ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৪.১৫ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন, উপানুষ্ঠানিক শি ক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, উপানুষ্ঠানিক শি ক্ষা ব্যুরো'র সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ (উপজেলা কাঠামো সৃষ্টিসহ প্রধান কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়ের সাংগঠনিক কামামো শক্তিশালী করা), চাকুরীর বাজার এবং নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের আলোকে প্রি-ভোকেশনাল-১ ও ২ স্তরের পাঠ্যক্রম ও উপকরণ উন্নয়ন, স্থায়ী শি ক্ষা কেন্দ্র/প্রশি ক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, নির্ধারিত লক্ষ্যদলের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন করা, ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি: Perspective Plan (2010-2021), Seventh Five Year Plan, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, বাস্তবায়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত প্রকল্প /কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে:

১) ''Enhancement of Skill Development Facilities at District Level for Illiterate & Semi-literate people under BNFE'' নামক একটি প্রকল্প তৈরির কাজ চলছে যার মাধ্যমে ১৫-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষরদের Pre-voc level-1 অর্থাৎ সাক্ষরতা দক্ষতা (Literacy skill) এবং বিভিন্ন Occupation এর উপর Pre-voc level-2 প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্ম ক্ষম নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সা ক্ষরতা দক্ষতাজ্ঞান প্রদান এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে।

২) তিনটি পার্বত্য জেলার জন্য ১৫-৪৫ বছর বয়সী নির ক্ষরদের Pre-voc level-1 এবং Pre-voc level-2 প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প দলিল প্রণয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার অনগ্রসর কর্মক্ষম নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দক্ষতাজ্ঞান প্রদান এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে।

৩) **মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রকল্প:** নিরক্ষর বা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য ''মৌলিক সা ক্ষরতা ও জীবিকায়ন দ ক্ষতা প্রশি ক্ষণ প্রকল্প'' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের জীবন দ ক্ষতাসহ সা ক্ষরতাজ্ঞান দান এবং জীবিকায়ন দ ক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় স্থায়ীত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শি ক্ষা কার্যক্রম সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি গ্রামে একটি করে স্থায়ী কমিউনিটি লার্ণিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনব্যাপী শি ক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে ৮+ বয়সী নারী-পুরুষ সা ক্ষরতা, জীবন দ ক্ষতা এবং জীবিকায়ন দ ক্ষতা উন্নয়ন প্রশি ক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

৫) প্রতিটি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জেলা কার্যালয় ভবন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ: প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজার চাহিদা অনুযায়ী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা হবে। এর ফলে তাদের দেশে ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

৫. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

সংবিধান স্বীকৃত বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ পাশ করা হয়। এ আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অগ্রগতির সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। এ ইউনিটের অনুমোদিত মোট জনবল ৫৫ জন। বিগত সময়ে দেশের সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকিসহ সার্বিক দায়িত্ব এ ইউনিট পালন করে আসছে।

৫.১ এ ইউনিটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ

(১) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন;
(২) ৬-১০ বছর বয়সের ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ;
(৩) মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে কিনা? তা তদারকি;
(৪) সরকারি, রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়মিত পরিদর্শন করে ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষার মান যাচাই করে এমপিওভুক্তিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৫) প্রতিটি গ্রামে বেসরকারিউদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করে বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীসমূহঃ

(১) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ ও আনুষাঙ্গিক অর্থ প্রদানের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ বিতরণ;
(২) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক এমপিওভুক্তি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের সরকারিঅংশ প্রদান;
(৩) রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নূতনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের সরকারিঅংশ প্রদান;
(৪) সহকারি শিক্ষকগণকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান;
(৫) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ স্কেল প্রদান;
(৬) শতভাগ ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

এনজিও কর্তৃক নির্মিত ও পরিচালিত বিদ্যালসমূহের যাবতীয় কার্যাবরী তদারকি।

৫.৩ <u>২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম</u>

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরু ত্ব দিয়ে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ভর্তির হার শতভাগ নিশ্চিত করা এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে রোধ করার জন্য সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। পাশাপাশি রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ সকল লক্ষ্য ও সরকারের অঙ্গিকার বাস্তবায়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ নিষ্পন্ন করেঃ

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের ২৬১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণার প্রেক্ষিতে এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চিহ্নিত করে তাদের চাকরি সরকারীকরণের কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার নিমিত্ত নিরলসভাবে কাজ করে।

২। জাতীকরণের উপযুক্ত অথচ গেজেটভূক্ত হতে পারেনি এমন বাদ পড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের **বিষয় কেইছ বা কেইছ ভিত্তিতে যাচাইপূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করে।**

৩। প্রশাসনিক, শৃঙ্খলা ও মামলাজনিত কারণে বাদ পড়া বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সমস্যা নিরসন করে।

৪। প্যানেল হতে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ প্রদান এবং তাদের চাকরি সরকারীকরণের কাজে সহায়তা করা হয়।

৫। জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরি সরকারীকরণের কাজ চলমান থাকায় ৬২৫টি কমিউনিট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বেতনের সরকারী অংশ শতভাগ প্রদান করা হয়।

৬। জাতীয়করনকৃত কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬০৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে নিয়মিত বেতনের সরকারী অংশ প্রদান করা হয়।

৭। জাতীয়করণকৃত কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরকে উচ্চতর বেতন স্কেলে বেতনের সরকারী অংশ প্রদান করা হয়।

৮। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণের নিমিত্ত বিদ্যালয়সমূহের যাচাই বাছাই কাজে সহায়তা করা হয়।

৯। জাতীয়করণের পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত ৪০২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে এককালীণ আর্থিক অনুদান মঞ্জুরীর নিমিত্ত যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

১০। জাতীয়করণের পূর্বে অবসরগ্রহণকৃত শিক্ষকদের সরকারী কোষাগার হতে অবসরভাতা প্রদানের নিমিত্ত অর্থমন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ পূর্বক এখাতে অর্থ বরাদ্দের নিমিত্ত নুতন কোড সৃজন করা হয়।

১১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এ সকল শিক্ষকদের জন্য রাজস্ব তহবিল হতে ২০.০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়।

১২। প্রাপ্ত অর্থ বন্টনের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সংগৃহীত অর্থ বাছাইকৃত ১৬৩৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে বিতরণ করা হয়।

১৩। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

১৪। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

১৫। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

১৬। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

১৭। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর এর সাথে যোগাযোগ করা হয়।

১৮। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুরো/নেপ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা হয়।

১৯। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে এ ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করেন।

৬. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)

নেপ পরিচিতি

নেপ ১৯৭৮ সালে “মৌলিক শিক্ষা একাডেমী ” নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে এর নামক রণ করা হয় “জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)”। ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে একাডেমী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ক্ষেত্রে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পেশাগত প্রশিক্ষণ , গবেষণা, প্রকাশনা এবং সমাজউদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করাই নেপ এর মূল লক্ষ্য। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাএকাডেমী (নেপ) সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মান কাজে ইতিবাচক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভিশনঃ

নেপ-এর ভিশন হলো ফলপ্রসূ শিক্ষা কর্মসূচির এবং শিক্ষকগণের সর্বোচ্চ মান ও যোগ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।

মিশনঃ

ভিশন এর আলোকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর মিশন হলো-

১. প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতার মান উন্নয়ন করা ।
২. মানসম্মত শিখন-শেখানো কার্যক্রম উদ্ভাবন, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রামত্ম সমস্যা ও সমাধান বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩. সময়োপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সি-ইন-এড/ডিপিএড শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও হালফিল করণ এবং সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ।
৫. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাসত্মবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা সংশিস্নষ্ট দেশীয় এবং আমত্মর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করা।

নেপ-এর কর্মপরিধি

- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা ।
- শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আদর্শ উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা ।
- প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটর এবং তত্ত্বাবধান করা।
- সি-ইন-এড ও ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণ করা।

- গবেষণাপত্র, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক রচনা সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নবতর উপায় ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণ করার কাজে সরকারকে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা্
- প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ারর্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন করা এবং জার্নাল ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারনা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে তার প্রচার ও বিস্তরণ ঘটানো ।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, এনসিটিবি, পিটিআই ও ইউআরসি এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কাজ অনুমোদন দানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, (নেপ) সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান
২. যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ সদস্য
৩. যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সদস্য
৪. রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদ মর্যাদার নিম্নে নহে) সদস্য
৫. যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য
৬. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সদস্য
৭. চেয়ারম্যান, এনসিটিবি সদস্য
৮. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী সদস্য
৯. পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সদস্য
১০. জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ সদস্য
১১. বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা) সদস্য
১২. জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই সদস্য
১৩. অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
১৪. মহাপরিচালক, (নেপ) সদস্য সচিব

অনুষদসমূহ

একাডেমিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে -

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ

৩. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং, ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

বাংলাদেশ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) বোর্ড

১৯৮২ সালে নেপ-এ বাংলাদেশ সি-ইন-এড বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বোর্ডের অধীনে সারা দেশে ৫৬টি সরকারি এবং ৩টি বেসরকারি পিটিআই রয়েছে।

সি-ইন-এড বোর্ড এর অধীনে বর্তমানে ১৮ মাস ব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)কোর্স ৩৬টি পিটিআইতে এবং ১ বছর ব্যাপী সার্টিফিকেট ইন প্রাইমারি এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ কোর্স ২৩টি পিটিআই-এ পরিচালিত হচ্ছে। মহাপরিচালক, নেপ পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পরিচালক, নেপ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

৬.১ সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ বিবরণী: ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর:

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	চুড়ান্ত পরীক্ষা অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট পাশ	পাশের হার	মন্তব্য
১	২০১৩-২০১৪	৪৯৪০	৫৪০৯	৫২৪০	৯৬.৮৭	
২	**২০১৪-২০১৫**	**১৭২৭**	**১৯৭২**			

৬.২ ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর:

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	চুড়ান্ত পরীক্ষা অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট পাশ	পাশের হার	মন্তব্য
১.	জুলাই ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৪	৪৯৮৬	৫০০০	৪৬৪৯	৯৪.৭৬%	
২.	জানুয়ারি ২০১৫- জুন ২০১৬	৫৬৬১				

৬.৩ নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (এক নজরে) ২০১৪-২০১৫:

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য (রাজস্ব)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ(দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
১	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	৩	১৭	১৩	৩০
২	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	৩	১৬	৭	২৩
৩	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের জন্য মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও মাঠ প্রশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	৩	২৭	৩	৩০
৪	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের জন্য মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও মাঠ প্রশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	৩	২২	১০	৩২
৫	সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট গণের পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫	২৬	৫	৩১
৬	সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের জন্য সুশাসন ও মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	৫	২৭	৩	৩০
৭	সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের জন্য সুশাসন ও মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	৫	৩০	০	৩০
৮	উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারদের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ(১ম ব্যাচ)	৫	১৮	৯	২৭
৯	উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারদের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ(২য় ব্যাচ)	৫	২৫	৩	২৮
১০	নব নিযুক্ত সউশিঅগণের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০	৩৬	৪	৪০

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ(দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
১	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক(সঞ্জীবনী) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	৪	১৪	০	১৪
২	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক(সঞ্জীবনী) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষকগণের	৪	১১	২	১৩

	প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)				
৩	ডিপিএড বিষয়ক (বাংলা ও গণিত) প্রশিক্ষণ	২৭	১৫	৬	২১
৪	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের ডিপিএডের মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	৬	২৪	৭	৩১
৫	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের ডিপিএডের মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	৫	২৬	৪	৩০
৬	Workshop for the NAPE Management	৫	২৬	৮	৩৪
৭	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও রিসোর্স পার্সনদের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	২৭	২৮	১	২৯
৮	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও রিসোর্স পার্সনদের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৩য় ব্যাচ)	২৭	২৭	২	২৯
৯	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের ডিপিএডের মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৩য় ব্যাচ)	৫	২২	৪	২৬
১০	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও রিসোর্স পার্সনদের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৪র্থ ব্যাচ)	২৭	২২	৭	২৯
১১	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের ডিপিএড বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ (গণিত)	১০	২৩	৩	২৬
১২	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের ডিপিএড বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ	১০	১৯	৯	২৮
১৩	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের ডিপিএড বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ	১০	১১	১২	২৩
১৪	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও রিসোর্স পার্সনদের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৫ম ব্যাচ)	২৭	১৯	৮	২৭
১৫	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও রিসোর্স পার্সনদের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৬ষ্ঠ ব্যাচ)	২৭	২১	৫	২৬
১৬	ডিপিএড কোর্সের মাস্টার ট্রেইনারদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (শারিরীক শিক্ষা)	৭	৭	১	৮
১৭	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ডিপিএড বিষয়ক ওরিয়েন্টশন	২	২৬	১০	৩৬
১৮	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ (সঙ্গীত)	১০	৬	৫	১১
১৯	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ডিপিএড বিষয়ক ওরিয়েন্টশন	২	৩৮	১	৩৯

আইসিটি সেল-এর কার্যক্রম

- নেপ-এর তথ্য / উপাত্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা;
- আইসিটি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- সি-ইন-এড পরীক্ষার ফলাফল ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করা;
- নেপ ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করা;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট উন্নয়ন বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনারদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

৬.৪ নেপ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহ

- নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স;
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য মৌলিক/বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ;
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট এন্ড একাডেমিক সুপারভিশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- আইসিটি/ কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT), শিক্ষা প্রশাসকগণের পেশাগত মানোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিচালিত টেইলরমেড কোর্স;
- পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৬.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা

নেপ প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাভিত্তিক গবেষণা কাজ পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নেপ বিশেষ করে শিখন-শেখানো কাজের সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া সি-ইন-এড এবং ডিপিএড এর কারিকুলাম এবং টেক্সট বই উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার উপর নিউজ লেটার এবং জার্নাল প্রকাশ করে থাকে।

প্রকাশনা :

- নেপ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক নিউজ লেটার নেপ বার্তা এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষার মান্নোয়নে নানামূখী কর্মকান্ডের সচিত্র সংবাদ ও বর্তমান সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অর্জিত কর্মকান্ড দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা হচ্ছে।

- বাৎসরিক প্রকাশনা " প্রাইমারী এডুকেশন জার্নাল " এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

গবেষণা:

অর্থবছর ২০১৪-২০১৫ : Present status of DPEd Programme শীর্ষক গবেষণাটির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

৬.৬ উপসংহার

সরকার আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ফলপ্রসু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সদয় নির্দেশনায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় নেপ আইসিটি ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

নেপ প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন